সংবাদ

13 APR 2017
26 2

এইচএসসি পরীক্ষা

ফাঁস হওয়া প্রশ্ন সমাধান করার অভিযোগে এক শিক্ষিকা ও পরীক্ষার্থীর কারাদণ্ড

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

চলমান এইচএসসি পরীক্ষার ফাঁস হওয়া প্রশ্ন সমাধান করার অভিযোগে রাজধানীর লালমাটিয়া মহিলা কলেজ কেন্দ্রে সিফাত জেসমিন নূর নামের এক শিক্ষিকাসহ দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। আটক অপরজন পরীক্ষার্থী, তার নাম মেহেদী হাসান। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে শিক্ষিকাকে দুই বছরের কারাদণ্ড এবং পরীক্ষার্থী মেহেদী হাসানকে এক মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়।

এছাড়াও গতকাল সকাল সোয়া ৯টায় রাজধানীর সরকারি কবি নজরুল কলেজ কেন্দ্রের প্রধান ফটকের সামনে 'ফেসবুকে প্রশ্নপত্র খোঁজাখুঁজির' সময় চারজন পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে চারটি মোবাইল ফোন জব্দ করেছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অদ্বৈত কুমার রায় এ তথ্য জানিয়ে সংবাদকে বলেন, দণ্ডপ্রাপ্ত সিফাত জেসমিন নূর রাজধানীর ধানমন্ডি কোডা কলেজের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের শিক্ষক। আর মেহেদী হাসান রাজধানীর তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থী।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট তোফাজ্জেল হোসেন সাংবাদিকদের জানান, 'বুধবার সকাল ১০টা থেকে লালমাটিয়া মহিলা কলেজ কেন্দ্রে উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিষয়ের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলছিল। এ সময় পরীক্ষাকেন্দ্র সংলগ্ন কুটুমবাড়ি রেস্তোরাঁ থেকে সিফাত জেসমিন নূর ও মেহেদী হাসানকে আটক করে সাদা পোশাকের পুলিশ।

এ সময় তারা ফাঁস হওয়া প্রশ্ন মোবাইল ফোনের ফেসবুকে সমাধান করছিলেন। মেহেদী হাসানের মোবাইল থেকে 'আর জে রাহাত' নামের এক আইডি পাওয়া যায়। সেখানে ফেসবুকে পোস্টের বিষয়টি বের হয়ে আসে। বিষয়টি প্রমাণ হওয়ায়

এইচএসসি : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

এইচএসসি : পরীক্ষা

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাদের দুজনকে কারাদণ্ডাদেশ দেয়া হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট তোফাজ্জেল হোসেন জানান। পরে তাদের মোহাম্মদপুর থানায় নেয়া হয়। সেখান থেকে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

চারটি মোবাইল ফোন জব্দ করার বিষয়ে ঢাকা বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আরও জানান, 'প্রাথমিকভাবে মোবাইল সেটগুলো জব্দ করা হয়েছে। এগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হবে। এর মধ্যে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত থাকার কোন আলামত পাওয়া গেলে পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে বহিষ্কারাদেশের পাশাপাশি নিয়মিত মামলাও করা হবে।'